চতুরঙ্গ

সুহৃদ

আয়ান স্মিথ নামে একজন রোডেশীয় শ্বেতাঙ্গ গত চব্বিশ-পঁচিশ বছর ধরে বিশ্বকে এই কথাই বুঝাবার চেষ্টা করে আসছেন যে, রোডেশিয়া যদিও কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যুষিত, তথাপি বর্ণশ্রেষ্ঠত্বের যোগ্যতার গুণে এই দেশ শাসন ও পরিচালনার অধিকার শ্বেতাঙ্গদেরই। স্মিথের এই ফিলসফি দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া কোথাও গৃহীত বা আদৃত হয়নি। কিন্তু স্মিথের কোন অসুবিধেই হয়নি তাতে। মুক্ত বিশ্বকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তিনি রোডেশিয়া শাসন করে চলেছেন নিজের খেয়াল খুশি মতো। ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত তাঁর ভঙ্গি ছিল 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সুচাগ্র মেদিনী'। ১৯৭৩ সালের পর যখন রোডেশিয়ায় কৃষ্ণাঙ্গ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল, সারা বিশ্বে প্রচারিত হতে লাগল কৃষ্ণাঙ্গ সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর শ্বেতাঙ্গ লঘিষ্ঠের নৃশংস ও পৈশাচিক শাসনের কাহিনী, তখন স্মিথ শাসন ও শোষণের ষ্ট্রাটেজী সামান্য বদলে কৃষ্ণাঙ্গদের কিছু অধিকার দিতে রাজী হলেন। কোর্মা-পোলাও খেয়ে কুকুরকে যেমন ভুক্তাবশিষ্ট ছুঁড়ে দেওয়া হয়, তেমনি। স্মিথ ও তাঁর চেলাচামুণ্ডাদের ধারণা ছিল, কৃষ্ণাঙ্গদের এটুকু দিলেই তারা কৃতার্থ হয়ে যাবে। বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গের কিছু পা-চাটা কৃষ্ণাঙ্গ রাজনীতিবিদ অবশ্য সেরকম হাব-ভাবই প্রকাশ করেছে। কিন্তু রোডেশিয়ার কৃষ্ণাঙ্গ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তীব্রতা তাতে করে বাড়ল বৈ কমল না। ক্রমে ক্রমে রোডেশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে রাজনৈতিক ধারণা ও অধিকার-সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করল।

[বর্ণবাদী রোডেশিয়ায় কৃষ্ণাঙ্গদের অবস্থা ছিল (এখনও আছে) ক্রীতদাসদের চেয়েও করুণ। শ্বেতাঙ্গ পাড়ায় বসবাসের অনুমতি পাওয়া দূরে থাক শ্বেতাঙ্গরা যে রাস্তায় হাঁটাচলা করত সে রাস্তায় গমনও কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য আইনতঃ নিষিদ্ধ ছিল। কৃষ্ণাঙ্গ রমণীদের উপর যে কোন শ্বেতাঙ্গের ছিল অবাধ গমনের অধিকার। সামান্য চুরি ধরা পড়লে আদালতের বিচার ছাড়াই যে কোন কৃষ্ণাঙ্গকে হত্যা করার 'বৈধ' অধিকার ছিল শ্বেতাঙ্গের। ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত এই অবস্থা ছিল অটুট। ১৯৭৩ সালে স্মিথ অবস্থার সামান্য কিছু রদবদলে রাজী হলেও ঘোষণা করেন বর্ণশ্রেষ্ঠত্বের দাবী রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গরা ছাড়বে না। এই পর্যায়ে রোডেশিয়ায় শুরু হয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন।]

১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল, এই ষোল বছরে স্মিথকে কিছু বাস্তবতা অবশ্যই বাধ্য হয়ে স্বীকার করে নিতে হয়েছে। এর মধ্যে রোডেশিয়াকে স্বাধীন সার্বভৌম কৃষ্ণাঙ্গশাসিত জিম্বাবই রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার দাবীটি স্বীকার করে নেওয়ার বিষয়টি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭৫ সালের পর রোডেশিয়ায় কৃষ্ণাঙ্গ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এতটা ব্যাপকতা লাভ করল যে স্মিথকে বাধ্য হয়ে আপোষের প্রশ্নটি মেনে নিতে হল। কালক্রমে তাঁকে স্বীকার করতে হল শতকরা ৮৯ জন মানুষ যেখানে কৃষ্ণাঙ্গ সেখানে শ্বেতাঙ্গের শাসন চলতে পারে না। কিন্তু এইটুকু বাধ্য হয়ে স্বীকার করে নেওয়ার পরও কৃষ্ণাঙ্গ রোডেশিয়াকে ঠকাবার জন্য স্মিথ এই যাবৎ যত বাটপারি বুদ্ধি করেছেন, ইতিহাসে তার নজীর নেই। ১৯৭৭ সালে স্মিথ সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অগ্রহণযোগ্য বলে উড়িয়ে দিলেন রোডেশিয়া সমস্যার সমাধানে কৃত ইঙ্গ-মার্কিন ফর্মূলা। জানালেন ঐ ফর্মূলা শ্বেতাঙ্গের অধিকার সম্পূর্ণটুকু হরণ করে। শ্বেতাঙ্গের উড়ে এসে জুড়ে বসা অধিকারের জন্য স্মিথ ন্যায় শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিতে পেছপা হলেন না, এমনই উত্তুঙ্গ ও নগ্ন তাঁর নির্লজ্জতা। পরন্তু নিজেই রোডেশিয়া সমস্যা সমাধানে শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ সমবায়ে মিশ্রবর্ণ সরকার গঠনের এক উদ্ভট উপায় বার করলেন। এই সরকার নকোমো ও মুগাবে'র ন্যাশনাল ফ্রন্টভুক্ত গেরিলাদের আক্রমণে দিশেহারা হয়ে মাস কয় মাত্র স্থিত ছিল। তারপরই পটল তুলল। স্মিথ তখন 'এক ব্যক্তি এক ভোটের' ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের নাম করে রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত অল্প কয়টি স্থানে নির্বাচন দিলেন। নির্বাচনে কৃষ্ণাঙ্গদের শতকরা ৯০ জনকেই বাইরে রাখা হল। মনগড়া পার্লামেন্টে ৭৮ জন কৃষ্ণাঙ্গ ও ২২ জন শ্বেতাঙ্গ সদস্যের নাম ঘোষণা করে স্মিথ দেখাতে চাইলেন রোডেশিয়ায় অবশেষে কৃষ্ণাঙ্গ সংখ্যাগরিষ্ঠতাই কায়েম হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হলেন বিশপ মুজোরেয়া নামে বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গদের একজন বিশ্বস্ত কৃষ্ণাঙ্গ। স্মিথ তারই অধীনে গ্রহণ করলেন মন্ত্রিত্ব।

'শো' হিসাবে পরিকল্পনাটি মন্দ ছিল না। কিন্তু যারা রোডেশিয়া পরিস্থিতি অবগত আছেন তাঁরাই জানেন স্মিথ আসলে বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গ শাসনই শতকরা একশ ভাগ কায়েম রেখেছেন এই পরিকল্পনার মাধ্যমে। এই বিষয়ে সম্প্রতি সাপ্তাহিক নিউজউইকের (৪ঠা জুন, ১৯৭৯) প্রতিবেদক ভার্ণ, ই, স্মিথকে দেওয়া রোডেশিয়ার প্রবাসী গেরিলা নেতা জোসোয়া নকোমোর সাক্ষাৎকারটি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। নকোমো মে মাসের শেষ দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যান আটলান্টার মোরহাউজ কলেজে বক্তৃতা দিতে। তখনই সাক্ষাৎকারটি গৃহীত হয়।

ভার্ণ, ই, স্মিথ নকোমোকে জিজ্ঞেস করেন, এখন তো কৃষ্ণাঙ্গ মুজোরেয়ার নেতৃত্বে রোডেশিয়ায় নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। নকোমো কি স্মিথ সরকারের ন্যায় এই সরকারকেও অবৈধ বলে গণ্য করেন।

নকোমোর ত্বরিত জবাব: হ্যাঁ, অবশ্যই। লোক দেখানো ক্ষমতা মুজোরেয়ার উপর ন্যস্ত বটে, কিন্তু আসল ক্ষমতা রয়েছে শ্বেতাঙ্গদের হাতেই। দেশের যা কিছু ক্ষমতার উৎস ও ভিত্তি, যেমন সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র, বিমানবাহিনী, জেল প্রশাসন, সবই কমিশনের হাতে এবং এই কমিশন চালায় একমাত্র শ্বেতাঙ্গরা। পুতুল পার্লামেন্টে কৃষ্ণাঙ্গরা সংখ্যায় ৭৮ হলেও ২২ জন শ্বেতাঙ্গ সদস্যেরই শুধু ভেটো ক্ষমতা আছে। আসলে মুজোরেয়া বা তাঁর কৃষ্ণাঙ্গ সহকর্মীদের হাতে কোন ক্ষমতাই নেই। পুতুলের মত তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে। এটা হচ্ছে আয়ান স্মিথের সর্বশেষ ধাপ্পা।

ভার্ণ, ই, স্মিথ জিজ্ঞেস করেন বর্তমান বৃটিশ সরকার রোডেশিয়ার মুজোরেয়া সরকারকে স্বীকৃতিদানের জন্য যথেষ্ট আগ্রহী বলে মনে হয়। নাকামোর মতে এর কারণটা কি?

নাকামো বললেন: কারণটা খুব সহজ। রোডেশিয়ার বহু ব্যবসায়িক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানা বৃটিশদের। বৃটেনে বর্তমানে ক্ষমতায় আছে যে রক্ষণশীল দল, সেই দলের বেশ কিছুসংখ্যক লোকের বিরাট সম্পত্তি ও অর্থ আয়ের উৎস রয়েছে রোডেশিয়ায়। শুধু স্মিথ বা তার পুতুল মুজোরেয়া সরকারই পারে তাদের এই স্বার্থ রক্ষা করতে। কাজেই রক্ষণশীল দল মুজোরেয়া সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠলে অবাক হওয়ার কিছুই নেই।

ভার্ণ, ই, স্মিথ জানতে চান, বৃটেন যদি মুজোরেয়া সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েই দেয়? নকোমোর উত্তর, দিয়ে দিলে তা হবে বৃটেনের জন্য শয়তানীর চূড়ান্ত। বৃটেন ইচ্ছা করলে এই মুহূর্তে মুজোরেয়া সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু মাস দুয়েকের বেশী তো এই পুতুল সরকার টিকবে না। ক্ষমতায় আসবে প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট। তখন বৃটেন কি করবে?

রোডেশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে জানতে চাইলে নকোমো বললেন, রোডেশিয়ার শতকরা ৯০ ভাগেই এখন সামরিক শাসন। এ ছাড়া আছে ইমার্জেন্সি। আছে যখন তখন কারফিউ। পরিস্থিতি কি এবং কোন দিকে যাচ্ছে বুঝা উচিত। প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্টের গেরিলারা রোডেশিয়ার জনগণেরই প্রতিভূ, তাদেরই রাজনীতি-সচেতন লড়ুয়ে অংশ। তারা সারা দেশে ছড়িয়ে আছে। গেরিলা যুদ্ধের সীমা এখন সারা দেশে ব্যাপ্ত। ফ্রন্টের জয় সামান্য কিছু সময়ের অপেক্ষা মাত্র।